গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: বন অধিদপ্তর,পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সেবা সহজিকরণ						
১।	সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশের চেক অন-লাইনে বিতরণ (২০১৬ থেকে অদ্যাবধি)	ম্যানুয়ালি চেক বিতরণ প্রক্রিয়ায় একজন উপকারীরভোগীর চেক প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ইতোপূর্বে চেক প্রাপ্তিতে প্রায় ১ মাসের অধিক সময় ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও উপকারভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠী হওয়ায় চেক বিতরণের দিনে সে তার দৈনিক কর্ম এবং আয় থেকেও বঞ্চিত হয়েছে এবং প্রত্যন্তাঞ্চল থেকেও শহরে চেক নেওয়ার জন্য আসার কারণে সময় এবং অর্থের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়াও নির্দিষ্ট দিনে উপকারভোগী কোন কারণে উপস্থিতি না হতে পারায় পরবর্তীতে চেক প্রাপ্তিতে ভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অনেক চেক একসাথে প্রদানের কারণে একজনের চেক অন্যজনরে কাছে অথবা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উপকারভোগী নয় এমন ব্যক্তিও চেক গ্রহণ করতে পারে। উপকারভোগীর কাগজপত্র এবং একাউন্ট পরীক্ষান্তে অনলাইনে শেয়ারের অর্থ বিতরণ উদ্ভাবনের ফলে স্বল্প সময়ে ভোগান্তি ব্যতিরেকে নিজস্ব একাউন্ট এর মাধ্যমে উপকারভোগীর টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। উদ্ভাবনী পন্থায় স্বল্প সময়ে অর্থাৎ ভোগান্তি ব্যতিরেকে	কার্যকর আছে	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।		

(অজিত কুমার রুদ্র)
উপ বন সংরক্ষক
পরিকল্পনা উইং, বন অধিদপ্তর
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সরকার
বন সংরক্ষক
প্রশাসন ও অর্থ
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

		জনগণকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে যা তাদের আর্থ - সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।				
২।	সুন্দরবনে অপ্রধান বনজদ্রব্য আহরণের জন্য বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট (বিএলসি) প্রাপ্তি সহজিকরণ(২০১৯-২০ থেকে অদ্যাবধি)	East Bengal Protection and Conservation of Fish Act-১৯৫০ এর বিধি-৪ মোতাবেক সুন্দরবনের বনজদ্রব্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বন সংরক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত সুন্দরবনের রাজস্ব আদায়ের স্টেশনসমূহের সংশ্লিষ্ট স্টেশন কর্মকর্তাগণ পারমিট ও সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকেন। সেবা গ্রহীতাগণ সুন্দরবনের_অপ্রধান বনজদ্রব্য আহরণের জন্য বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে স্টেশন কর্মকর্তা/ রেঞ্জ অফিসে আবেদন করলে সেখানে যাচাই বাছাই শেষে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এর দপ্তরে প্রেরণ করা হতো। সেখানে যাচাই বাছাই শেষে অনুমোদনপূর্বক আবার স্টেশন কর্মকর্তা/ রেঞ্জ অফিসে আসতো। তারপর বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেটটি একজন সেবা গ্রহীতার কাছে পৌছাতো। কিন্তু সেবা সহজিকরণ প্রক্রিয়ায় মাঠ পর্যায় থেকে সকল আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে সরাসরি বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এর দপ্তরে প্রেরণ করা হয় এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এর দপ্তর হতে যাচাই বাছাইপূর্বক অনুমোদিত সার্টিফিকেট অনলাইনের মাধ্যমে স্টেশন কর্মকর্তা/ রেঞ্জ অফিসে পৌছে যায়, সেখান থেকে সেবা গ্রহীতা তা গ্রহণ করেন। এতে করে সেবা গ্রহীতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এর দপ্তরে বার বার যাওয়া আসার জন্য যে সময়, আর্থিক ব্যয় ও ভোগান্তি হতো তা হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সর্বোচ্চ ২০ দিন সময়ের প্রয়োজন হতো। সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের উদ্যোগ নেয়ার পরে নৌকার মালিক কর্তৃক আবেদন দাখিলের ০৬ দিনের মধ্যে বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট (বিএলসি) প্রদান করা হচ্ছে।	কার্যকর আছে	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে	-	
৩।	সামাজিক বনায়নের নির্বাচিত উপকারভোগী এবং অন্যান্য পক্ষগণের মধ্যে চুক্তিনামা সম্পাদন ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া সহজিকরণ (২০২১-২২ থেকে অদ্যাবধি)	সামাজিক বনায়ন কর্মকান্ডের সফলতা অনেকাংশেই নির্বাচিত উপকারভোগীর মাঝে সময়মতো সম্পাদিত চুক্তিনামা (সামাজিক বনায়নের সকল পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত) হস্তান্তরের উপর নির্ভর করে। কেননা, যত দ্রুত সম্পাদিত চুক্তিনামা উপকারভোগীদের নিকট হস্তান্তর করা যাবে, উপকারভোগীদের মাঝে তত দ্রুত বাগানটির মালিকনার বিষয়ে উপলব্ধি আসবে এবং বাগান রক্ষার্থে তারা বেশী অনুপ্রানিত হবে। ফলশ্রুতিতে সামাজিক বনায়নের	কার্যকর আছে। কার্যক্রমটি সফলভাবে পাইলট আকারে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে	ম্যানুয়ালী	

(অজিত কুমার রুদ্র)
উপ বন সংরক্ষক
পরিকল্পনা উইং, বন অধিদপ্তর
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সরকার
বন সংরক্ষক
প্রশাসন ও অর্থ
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

		আওতাধীন বাগান সফল হবে এবং উপকারভোগীসহ অন্যান্য সকল পক্ষ বেশী লভ্যাংশ পাবে। বিদ্যমান ব্যবস্থাপনায় সামাজিক বনায়নে নির্বাচিত উপকারভোগীগণ এবং সকল পক্ষের মাঝে চুক্তিনামা সম্পাদন ও হস্তান্তর হতে অনেক বিলম্ব হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাগান সৃজনের পরবর্তী ৪-৫বছর পর্যন্তও সময় লেগে যায়। এতে উক্ত সময় পর্যন্ত অনেক উপকারভোগীর মাঝে বাগান রক্ষায় অনীহা/শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয় এবং অনিশ্চয়তাও দেখা দেয়। ফলে বাগানের চারা গাছ/গাছ নানাবিধ কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং আবর্তকাল শেষে বাগান কর্তনের সময় বাগানে লক্ষমাত্রার চেয়ে কম গাছ থাকে; বাগানের বিক্রয়মূল্য কমে যায় এবং উপকারভোগীসহ অন্যান্য সকল পক্ষ কম লভ্যাংশ পায়। সেবাটি সহজিকরণ করার ফলে চুক্তিনামা স্বাক্ষরপূর্বক উপকারভোগীগণকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে হস্তান্তর করা সম্ভব হচ্ছে। এতে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগানের সফলতার হার বৃদ্ধি পাবে এবং উপকারভোগীদেরকে বাগান কর্তনের সাথে সাথে লভ্যাংশ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদানসহ তাদের ভোগান্তি দূর করা সম্ভব হবে।	সামাজিক বনায়নে অন্তর্ভূক্ত সকল বিভাগসমূহে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।			
উদ্ভাবনী উদ্যোগ						
১।	বন অধিদপ্তরের ইকোট্যুরিজম সাইট ও নার্সারীর তথ্যাদি সম্বলিত এ্যাপ চালু করণ(২০১৮-১৯ থেকে অদ্যাবধি)	বন অধিদপ্তরের ইনোভেশনের আওতায় ১টি অ্যাপস চালু করা। এ্যাপসটিতে দুটি সাইট আছে নার্সারী ও ইকোট্যুরিজম। এর মধ্যে নার্সারীতে ক্লিক করলে ঐ ব্যাক্তির কাছাকাছি নার্সারীটি দেখাবে, সেখানে কোন কোন প্রজাতির চারা পাওয়া যায় এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়াও জেলা-উপজেলা ভিত্তিক দেখতে চাইলে তাও দেখাবে। ঐ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর দেয়া থাকবে, মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ পূর্বক যে কোন সেবা গ্রহীতা সেবাটি নিতে পারবে। তেমনি ভাবে ইকোট্যুরিজম সাইট দেখতে চাইলেও যে কোন ব্যাক্তি ইকোট্যুরিজম সাইটে সার্চ দিয়ে নির্দিষ্ট এলাকার জিও লোকেশন কি কি আছে তা দেখতে পারে। কোন কর্মকর্তার তত্ত্বধানে তা মোবাইল নম্বরসহ দেখতে পারেন। এ্যাপসটিতে মাত্র ১০টি জেলার নার্সারীর অবস্থান দেয়া আছে, ৬৪টি জেলাই অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পনা আছে।	পাইলট আকারে কার্যকর আছে	১০টি জেলার সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	Google Play store এ গিয়ে BFD সার্চ।	

(অজিত কুমার রুদ্র)
উপ বন সংরক্ষক
পরিকল্পনা উইং, বন অধিদপ্তর
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সরকার
বন সংরক্ষক
প্রশাসন ও অর্থ
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

২।	অনলাইনের মাধ্যমে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের রেস্ট হাইজ সমূহ বুকিং (১১/১২/২০২০ থেকে অদ্যাবধি)	বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষন বিভাগ কর্তৃক এ সেবাটি অনলাইনে দেয়া হচ্ছে। ১৯/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ১ম অনলাইনে বুকিং হয়েছে। একজন সেবা গ্রহীতা প্রথমে হোম পেউজ লগ ইন করবে। তারপর রেস্ট হাউজ বা কটেজ সিলেক্ট করে পরে বুকিং ষ্ট্যাটাস দিবে এবং তারিখ নির্বাচন করবে। তৎপ্রেক্ষিতে বুকিং নিশ্চিত হবে। তারপর সোনালী ব্যাংকের চালানের মাধ্যমে বুকিং এর টাকা জমা হবে। সেবাগ্রহীতাকে ১টা আই ডি দেয়া হবে; তা ব্যবহার করে বুকিংকৃত দিনে রেস্ট হাউজ প্রবেশ করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, রেস্ট হাউজ বুকিং দিয়ে টাকা জমা না দিলে ২৪ ঘণ্টা পর বুকিং বাতিল হয়ে যায়। এই এ্যাপসটির কিছু সমস্যা রয়েছে যেমন-চালান এর মাধ্যমে টাকা জমা দিতে হয়, অনলাইন করা হয়নি। এটি অনলাইন মোবাইল ব্যাকিং, বিকাশ, রকেট এবং নগদের মাধ্যমে জমা দিতে পারলে জনগন আরও উপকৃত হবে এবং এ্যাপসটি জনবান্ধব হবে।	কার্যকর আছে	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে। পেমেন্ট এর বিষটি অনলাইনে করা হলে এ্যাপসটি আরও জনবান্ধব হবে।	Forest Rest house Booking-http://booking.bdforesttourism.com/apps/f?p	
৩।	সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বিতরণের নিমিত্ত তথ্যসম্বলিত ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরীকরণ (২০২০-২১ সাল থেকে অদ্যাবধি)	সামাজিক বনায়ন একটি সফল কর্মসূচি এবং এতে গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মহিলাসহ সাধারণ মানুষ এ কর্মসুচীতে অংশগ্রহণ করে। এ যাবৎ ২ লক্ষ ৫ হাজার ৬৩ জন উপকারভোগীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক বনায়নের লাভের একটা অংশ তাদের দেয়া হচ্ছে। সামাজিক বনায়নে সৃজিত গাছের লভ্যাংশ উপকারভোগীদের মাঝে পৌছাতে তাদের নানা ভোগান্তিতে পড়তে হয়। উপকারভোগী নির্বাচনের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা ফাইলজাত করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ ১০-১৫ বছর পর তাদের লভ্যাংশ বিতরনের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়া যায় না । তখন আবারও উপকারভোগীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হয়। সুতরাং এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। তাদের এ ভোগান্তি দূর করতে তৈরী হচ্ছে ডিজিটাল ডাটাবেজ। এর মাধ্যমে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ এবং সেবাটি সেবাগ্রহিতার দ্বারপ্রান্তে সহজে পৌঁছে দেবার জন্য উপকারভোগী নির্বাচনের সময় সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং চুক্তিনামা দিয়ে একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী বিষয়ে উদ্ভাবনী ধারণা/উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ডাটাবেজ অনুযায়ী লভ্যাংশ প্রাপ্তির সময় ম্যাসেজটি উপকারভোগীকে মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে জানানো হবে এবং	এ্যাপটি তৈরীর পর ডাটা অন্তর্ভূক্তকরণের কার্যক্রম চলমান। সম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরী করার পরে এ্যাপসটি Google Play store আপলোড করা হবে।		-	

(অজিত কুমার রুদ্র)
উপ বন সংরক্ষক
পরিকল্পনা উইং, বন অধিদপ্তর
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সরকার
বন সংরক্ষক
প্রশাসন ও অর্থ
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

		প্রদেয় টাকা অনলাইন এর মাধ্যমে উপকারভোগীর ব্যাংক একাউন্টে জমা হবে। উদ্ভাবনী পন্থায় স্বল্প সময়ে ভোগান্তি ব্যতিরেকে জনগণকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে যা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।				
৪।	উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে বন্যপ্রাণী চলাচলের জন্য ক্যানোপী ব্রীজ নির্মাণ(২০২১-২২ থেকে অদ্যাবধি)	লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের মধ্যে সড়কপথ ও রেলপথ অতিক্রম করেছে। এ দুই পথে একদিকে যেমন প্রচুর পরিমান যানবাহন (মোটরযান ও রেলপথ) চলাচল করে অপরদিকে বন্যপ্রাণিরাও প্রতিনিয়ত রাস্তার একপাশ থেকে অন্য পাশে যাওয়ার জন্য রাস্তা পার হয়। এ রাস্তা পারাপারের সময় প্রায়শঃই যানবাহন ও রেলের চাপায় পিষ্ট হয়ে বন্যপ্রাণিরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বর্নিত রেল ও সড়কপথ লাউয়াছড়া উদ্যানকে দ্বিখন্ডিত করায় গাছের ক্যানোপির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রাইমেট জাতীয় প্রাণী যারা এ কারণে সড়কের উভয় পার্শ্বের জংগল ব্যবহার করতে পারে না, তারা খাদ্য সংগ্রহ ও বাসস্থান এর তাগিদে গাছ থেকে মাটিতে নেমে রাস্তা অতিক্রম করতে যায় তখন তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য রেল ও সড়ক পথের উপর দিয়ে যে স্থানগুলোতে অনেক দূরব্যাপী ক্যানোপি; নিকটতত্ব (ক্লোজনেস) নাই সেখানে প্রাইমেট জাতীয় প্রাণীদের চলাচল করার জন্য রাস্তার এপার-ওপার মোটা রশি দিয়ে ক্যানোপি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। কোয়ালিটিটিভ এ উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় নির্মিত ক্যানপি ব্রীজ এর ওপর দিয়ে প্রাণীরা রাস্তার উভয় পার্শ্বে নিরাপদে চলাচল করতে পারছে। ফলশ্রুতিতে ট্রেন ও বাস লাইনে বর্ণিত মূল্যবান প্রাণীসমূহের অনাকাংখিত মৃত্যু কমে গেছে যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।	কার্যকর আছে। কোয়ালিটিটিভ এ উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় নির্মিত ক্যানপি ব্রীজ এর ওপর দিয়ে প্রাণীরা রাস্তার উভয় পার্শ্বে নিরাপদে চলাচল করতে পারছে।			
৫।	চারা মজুদ, বিক্রয় ও বিতরণ প্রক্রিয়া সহজিকরণ।	চারা মজুদ, বিক্রয় ও বিতরণ বন অধিদপ্তরের একটি আবশ্যিক কার্যক্রম। এ কার্যক্রমটি বন অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি নার্সারীতে বাস্তবায়িত হয়। নার্সারীতে উৎপাদিত চারার মজুদ, বিক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসে প্রনয়ন পূর্বক বিভাগীয় কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। এতে পূরো সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন হতে ৭টি ধাপে ২৮ দিন সময় লাগে। উক্ত সেবাটির সহজিকরণের মাধ্যমে এর ওয়েব লিংক	সেবাটি বর্তমানে ঢাকা সামাজিক বন বিভাগে পাইলট আকারে চালু প্রক্রিয়াধীন আছে।			

(অজিত কুমার রুদ্র)
উপ বন সংরক্ষক
পরিকল্পনা উইং, বন অধিদপ্তর
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সরকার
বন সংরক্ষক
প্রশাসন ও অর্থ
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

		লিংক ও মোবাইল অ্যাপস তৈরী করা হয়েছে। এতে প্রতিটি নার্সারির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিদিনই প্রজাতী ভিত্তিক চারা মজুদ, বিক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত প্রতিটি তথ্যই আপলোড করতে পারবেন এবং প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবেদনটি দেখতে পারবেন। এত সেবাটির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে মাত্র ১ দিন লাগবে। ফলশ্রুতিতে কার্যক্রমটিতে স্বচ্ছতা পরিলক্ষিত হবে। অপরদিকে ওয়েব লিংক এবং মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারের ফলে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে।				
ডিজিটাইজকৃত সেবা						
	বন অধিদপ্তরের সকল বনভুমির গেজেট সংগহপূর্বক বন বিভাগওয়ারী ওয়েব-সাইটে প্রকাশ(২০২১-২২ থেকে অদ্যাবধি)	বন অধিদপ্তরের সকল বনভুমির গেজেট সংগহপূর্বক বন বিভাগওয়ারী ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বনভূমির গেজেট ডিজিটালাইজেশন করার ফলে একজন নাগরিক কোন জমিটি বন বিভাগের বা মালিকানাধীন তা ঘরে বসেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে জানতে পারে। ইতোপূর্বে বিষয়টি জানার জন্য তাদের বন বিভাগসহ কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অফিস, জেলা প্রশাসক এর কার্যালয় এবং ভূমি জরীপ অধিদপ্তরের সাথে বার বার যোগাযোগ করতে হতো। এর ফলে জনগণের জমি সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীতার সৃষ্টি সহ জনগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ এবং ভোগান্তির শিকার হতো। মধ্যসত্ত্বভোগী দালালদের সরবরাহ করা জাল দলিল ও ভূয়া তথ্যের মাধ্যমে জনগণকে প্রতারণার শিকার হতে হতো এবং এর ফলে বনভূমিও জবরদখল হতো প্রচুর। বনভূমির গেজেট ওয়েবসাইটে প্রকাশে জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে তথ্যাদি পাওয়ায় তাদের ভোগান্তি দূর করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি বনভুমি জবরদখলের প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।	কার্যকর আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে	www.bforest.gov.bd এর হোম পেজে।	

(অজিত কুমার রুদ্র)
উপ বন সংরক্ষক
পরিকল্পনা উইং, বন অধিদপ্তর
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সরকার
বন সংরক্ষক
প্রশাসন ও অর্থ
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।